‘ফিকহুল হায়া’ গ্রন্থের অনুবাদ

ঈমানের একটি শাখা

শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম

মহিউদ্দিন রূপম
অনূদিত

অনুবাদ
মহিউদ্দিন রূপম

সম্পাদনা
মাওলানা মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

বানান
উমেদ

লজ্জা

ঈমানের একটি শাখা

শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম

ওয়াফি পাবলিকেশন

লজ্জা : ঈমানের একটি শাখা

শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম
গ্রন্থস্বত্ব © ওয়াফি পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা সংস্করণ
জুন ২০২১

ISBN: 978-984-95013-7-4

www.wafipublication.com
+880 1741 992 664

অনলাইন পরিবেশক: www.wafilife.com

মূল্য : ২৪৬ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Lojja Imaner Ekti Shakha—Bengali version of 'Fiqhul Haya' by Shaykh Muhammad Ismail Al-Muqadammam, translated by Mohiuddin Rupom, published by Wafi Publication of Bangladesh.

ওয়াফি পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নিচ তলা, প্রথম গলি, প্রথম দোকান।
বাংলাবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

সকল তারীফ আল্লাহর জন্য, যার স্তুতি নিয়ে হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও কম হবে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীর ওপর, যিনি আমাদের পিতা, আদর্শ নেতা এবং আল্লাহর সর্বশেষ দূত। একুশ শতকে এসে ইসলামের যে চারিত্রিক গুণটি মুসলিমদের ভেতর থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে, তা হলো 'লজ্জা', যাকে আরবীতে বলে 'হায়া'। এ যুগে হায়াকে সামগ্রিকভাবে দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেউ হায়ার দরুন কোনো পাপ হতে বিরত থাকলে তাকে অক্ষম ভাবা হয়। হায়ার কারণে কেউ ফ্রি-মিক্সিং এড়িয়ে চললে, পুরুষের পাশের সিটে না বসলে, পুরুষ ডাক্তারের কাছে না গেলে কিংবা উঁচু গলায় কথা না বললে তাকে অসামাজিক গণ্য করা হয়! ফলে পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে আদব-কেতা, জীবন-যাত্রা সর্বত্র আজ নির্লজ্জতার জয়জয়কার। নির্লজ্জতাই যেন এখন শিল্প!
অথচ নবীজি (ﷺ) বলেন,

إن الحياءَ والإيمانَ قُرِنا جميعًا، فإذا رفعَ أحدُهما رفعَ الآخرُ

'হায়া ও ঈমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি একটি উঠিয়ে নেয়া হয়, তাহলে অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হবে।'[১]

আরেক হাদীসে তিনি বলেন, 'হায়া ঈমানের অংশ, আর ঈমান জান্নাতে দিকে ধাবিত করে। নোংরামি রূঢ়তার অংশ, আর রূঢ়তা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।'[২] আমরা আজ সেই হায়াকেই পদদলিত করছি এবং নির্লজ্জতাকে পরাচ্ছি সম্মানের মুকুট! বর্তমানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্লজ্জতার প্রতিযোগিতায় যে যত অগ্রপথিক, সে ততই সাহসী এবং বীরত্বের অধিকারী। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান, অনলাইন-অফলাইনে বেহায়াপনা, বন্ধুত্বের নামে অবৈধ সম্পর্ক আর অশ্লীল চর্চা, হারামকে হালাল জ্ঞান করা, পর্দাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা, পরিশেষে ধর্ষণের ফিরিস্তি বাড়তে থাকা—সবকিছুর মূলে এই হায়ার কমতি।

তাই ইসলামের এই হারানো আখলাক পুনর্জীবিত করা এখন সময়ের দাবি, সকলের নৈতিক দায়িত্ব। নির্লজ্জতায় ভেসে যাওয়া আমাদের এই প্রজন্মকে উদ্ধার করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে একটি পবিত্র সমাজ উপহার দিতে এখন থেকেই কাজ শুরু করা জরুরি। মূলত এই নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই আমি মিসরের প্রখ্যাত শায়খ

১. আদাবুল মুফরাদ (৯৮৬), জামিউস সাগির (১৯৫৯) সহীহ : আয-যাহাবী, আলবানী
২. ইবনু আবিদ দুনইয়াহ, মাকারিমুল-আখলাক (১৯)

মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দিম রচিত ফিকহুল হায়া গ্রন্থের কাজ শুরু করেছিলাম। হায়া-লজ্জার ওপর রচিত আমার দেখা সেরা বই এটি। ইসলাম লজ্জা বলতে কী বোঝায়, লজ্জার ধরন-প্রকার, কোন ক্ষেত্রে লজ্জা প্রশংসনীয় এবং কোন ক্ষেত্রে নিন্দনীয়, পূর্বসূরিদের কর্মপন্থা এবং তাদের জীবনে হায়া-লজ্জার চর্চার অনুপম দৃষ্টান্ত, মোটকথা হায়ার নান্দনিক দিক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন লেখক।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে বইটির বঙ্গানুবাদ এখন পাঠকের হাতে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূল আরবী সংস্করণ এবং IIPH কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণ—দুটোই সামনে রেখেছি। চেষ্টা করেছি বইয়ের উপদেশগুলো শাব্দিক অনুবাদের বদলে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে ভাবানুবাদ করতে। শত ব্যস্ততার ফাঁকেও নিজের অনুবাদ-কর্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে বারবার পড়তে এবং ঘষামাজা করতে কার্পণ্য করিনি। তবুও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই সচেতন পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, পাঠযাত্রায় কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে 'আল্লাহর জন্য' আমাকে ইমেইলে অবহিত করবেন। পাশাপাশি এই বই থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিলের জন্য আমি পাঠকের সমীপে অনুরোধ রাখব, বইটি সময় নিয়ে পড়বেন। এর প্রতিটি উপদেশবাণীকে ভাবনা-চিন্তার সাথে ধীরে ধীরে পড়বেন। এতে করে পূর্বসূরিদের নসিহা অন্তরে গেঁথে যাবে। বইয়ের যে মূল উদ্দেশ্য—ইসলামের দীক্ষিত হায়াকে পুনর্জীবিত করা—তা পাঠকের চরিত্রে উদ্ভাসিত হবে ইন শা আল্লাহ। বইটি একবার পড়া হলে ফেলে রাখবেন না, একাধিকবার পড়ুন। এর উপদেশগুলো রিমাইন্ডার বা স্মরণিকা হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় টুকে রাখা যেতে পারে, তাহলে 'হায়া' আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। অশ্লীলতায় সয়লাব ও বেহায়পনায় পরিপূর্ণ এই সমাজে থেকে হায়ার ওপর অবিচল থাকা মোটেও সহজ বিষয় নয়। তাই বইটিকে একটি ওয়ার্ক বুক হিসেবে নিন। অন্যথায় এটি পড়ার দ্বারা নতুন কিছু তথ্যের স্তূপ জমা হওয়া ব্যতীত তেমন কোনো ফায়দা হাসিল হবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট দুআ করি, তিনি যেন এই বই দ্বারা পাঠকের পাশাপাশি আমাকেও উপকৃত করেন। এর প্রতিটি উপদেশ সবার আগে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করেন এবং এর উছিলায় লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক সবাইকে আখিরাতে নাজাতের ব্যবস্থা করে দেন।

মহিউদ্দিন রূপম
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং
mohiuddinrupom1415@gmail.com

প্রারম্ভিক কথা

সকল তারিফ আল্লাহ তাআলার জন্য, যে তারিফ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে যথেষ্ট। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নির্বাচিত, সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর। যার বাণী ছিল :

إِنَّما بعثتُ لأتمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ

'আমাকে পাঠানোই হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেবার জন্য।'[১]

নিশ্চয়ই হায়া বা লজ্জা সেরা গুণগুলোর একটি। হায়া ব্যক্তিকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। চারিত্রিক অধঃপতন এবং পাপের কাদামাটিতে পড়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে। নেককার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের জন্য হায়া অন্যতম একটি শক্তিশালী উদ্দীপক।

গোটা আচার-জগতের সামনে হায়া যেন রক্ষাকবচ। অত্যন্ত মহৎ একটি গুণ। হায়া মানুষের চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, সম্মান অর্জন এবং সম্মান রক্ষার্থে বেষ্টনীর মতো কাজ করে। এ ছাড়াও হায়া মানুষের নৈতিকতার সংরক্ষক।

এই বইতে আমরা আলো জ্বেলে দেখব হায়ার গোটা জগৎ। ব্যাখ্যা করব এর অর্থ, মর্ম আর আবিষ্কার করব এর রকমারি-সব স্তর। শিখব হায়ার নানান ধরন, এর বিধি-বিধান এবং স্বাদ নেব হায়ার মজাদার ফল-ফলাদির। আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করি, তিনি যেন লেখক, পাঠক সবাইকে এই কাজ হতে উপকৃত করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে এর মাধ্যমে ফিরিয়ে নিয়ে যান এই নিষ্কলুষ দ্বীনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্রের ভুবনে। মহান এই দ্বীনের সকল স্তরের পুনর্জীবন কামনা করি। নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল বিন আল-মুক্বাদ্দাম
ইশকান্দরিয়াহ, মিসর, ১০ মুহাররম, ১৪২৭ হি.
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ ইং

---

১. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, বুখারী আদাবুল মুফরাদ (২৭৩), ইবনু সাদ আত-ত্বকাত (১/১৯২), হাকিম (২/৬১৩), মুসনাদে আহমাদ (২/৩১৮) হাকিম রহ. বলেন, সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। এ ছাড়া আল-হাফিয ইবনু আব্দিল বার রহ. সহীহ বলেছেন।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ০৫

প্রারম্ভিক কথা ০৭

১৩ | প্রথম অধ্যায়

হায়া-লজ্জার নানান অর্থ ১৩

আভিধানিক অর্থ ১৩

হায়ার পারিভাষিক অর্থ ১৪

হায়ার বাস্তবতা ১৫

হায়া ও বিব্রতবোধের মাঝে পার্থক্য ১৭

হায়া : শিশুর অভিজাত্যের পরিচায়ক ১৮

স্বভাবজাত হায়া ও অধিকৃত হায়া ১৯

ইসলামে হায়া ২৩

২৯ | দ্বিতীয় অধ্যায়

হায়ার সাতকাহন ২৯

অপরাধবোধের হায়া ২৯

অক্ষমতার হায়া ২৯

ভীতির হায়া ২৯

বদান্যতার হায়া ৩০

সতীত্বের হায়া ৩০

আত্মসম্মানের হায়া ৩০

ভালোবাসার হায়া ৩০

২৯ | দ্বিতীয় অধ্যায়

হায়ার সাতকাহন ২৯

দাসত্বের হায়া ৩১

ইজ্জতের হায়া ৩১

যারা নিজেদের ব্যাপারে হায়া অনুভব ৩১

হায়ার জন্মসূত্র ৩২

অপরাধবোধ থেকে হায়া ৩৪

৩৯ | তৃতীয় অধ্যায়

হায়ার পুণ্য ৩৯

পুণ্য (১) : হায়া কল্যাণের আধার ৩৯

পুণ্য (২) : হায়া মনুষ্যের প্রতীক ৪২

পুণ্য (৩) : হায়াই ঈমান ৪৩

দুটি ভ্রান্তির অপনোদন ৪৭

পুণ্য (৪) হায়া : দীপ্তিময় অলংকার ৫১

পুণ্য (৫) হায়া : আল্লাহর গুণ ৫২

মনের রাখার মতো একটি বিষয় ৫৪

পুণ্য (৬) হায়া ও হায়ার অধীকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন ৫৫

পুণ্য (৭) প্রত্যেক নবীর শরীয়তে হায়া ৫৬

'তোমার হায়া না থাকলে যা খুশি করো'–হাদীসের অর্থ ৫৯

পুণ্য (৮) হায়া নবীদের চরিত্র ৬২

নবীজি (ﷺ)-এর হায়া ৬৩

৩৯ | তৃতীয় অধ্যায়

হায়ার পুণ্য ৩৯

পুণ্য (৯) : হায়া ইসলামের চরিত্র ৬৬

নারী সাহাবীগণের হায়া ৬৭

পুরুষ সাহাবীগণের হায়া ৭০

নেককারদের হায়া ৭৫

হায়া : নর-নারীর অলংকার ৭৭

হায়ার অভিভাবক : পর্দা ৭৭

৮৫ | চতুর্থ অধ্যায়

কারও প্রতি হায়া এবং এর প্রকার ৮৫

প্রথম প্রকার : নিজের প্রতি হায়া ৮৫

দ্বিতীয় প্রকার : ফেরেশতাগণের প্রতি হায়া ৮৭

তৃতীয় প্রকার : অন্যের প্রতি হায়া ৮৯

ফিকহুল হায়া : লজ্জার ফিকহ ৯২

লজ্জার বশবর্তী হয়ে কেউ ভালো কিছু করলে সাওয়াব পাবে কি? ৯২

লজ্জা দিয়ে সম্পদ নেয়া ছুরি ধরে ছিনিয়ে নেবার মতো ৯৪

বিভিন্ন অবস্থায় হায়ার বিধান ৯৬

একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ৯৭

কখন হায়াকে 'না' বলবেন? ৯৮

ইলমের ক্ষেত্রে হায়া ১০৪

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ নিষেধে হায়া ১০৯

৮৫ | চতুর্থ অধ্যায়

কারও প্রতি হায়া এবং এর প্রকার ৮৫

অনুচিত হায়ার কিছু উদাহরণ ১১৬

দুটো ফায়দা ১১৮

তৃতীয় প্রকার : আল্লাহর প্রতি হায়া ১১৯

একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট ১২৬

নিভৃতে আল্লাহর প্রতি হায়া ১৩৯

নিভৃতে আল্লাহর প্রতি লজ্জার অভাব ১৪৭

মুহসিনদের গোপন আমল ১৫১

মুহসিনদের পুরস্কার ১৬২

সেরার প্রতিদান সেরাই হয় ১৬৪

হায়া অর্জনের উপায় ১৬৬

হায়া-লজ্জার নানান অর্থ

আভিধানিক অর্থ

আরবীতে الحَيَاءُ শব্দের মূল অর্থ জীবিত থাকা, الحَيَاةُ (জীবন) শব্দের মতো। বৃষ্টিকে আরবীতে حَيٌّ বলা হয়। কেননা, এতে জমিন, উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের জীবন রয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকেও হায়া বলা হয়। অতএব যার হায়া নেই, সে দুনিয়ায় মৃত এবং পরকালেও হবে হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত।

কতিপয় ভাষাবিদের ভাষ্যমতে, 'চারার প্রাণ যেমন পানিতে, চেহারার প্রাণ তেমনি হায়া-লজ্জাতে।'

আল্লামা ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহ.) বলেন,

> '...এই আখলাকগুলো যার মাঝে যত বেশি আছে, তার জীবন ততই শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ। এ-জন্যই হায়া চারিত্রিক গুণটি الحَيَاةُ (জীবন) শব্দ থেকে নির্গত; ব্যুৎপত্তিগতভাবে আবার বাস্তবিক অর্থেও। কাজেই যাদের জীবন যত পূর্ণতায় পৌঁছেছে, তাদের হায়ার মাত্রাও তত পরিপূর্ণ। আর যার হায়ায় ত্রুটি রয়েছে, তা তার জীবনের ত্রুটির কারণেই হয়েছে।
>
> আসলে আত্মা মরে গেলে সে আর অশালীন কাজকর্ম দ্বারা আঘাত পায় না, বিরক্তি অনুভব করে না মনের ভেতর। এসব তখন তাকে বিস্মিতও করে না। সত্যি বলতে, জীবন যদি শুদ্ধ হতো এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতো, তাহলে অবশ্যই সে ব্যথা অনুভব করত।

অনুরূপভাবে সকল উত্তম চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলি বেলাতেও একই কথা। এগুলো মনুষ্য জীবনীশক্তির পরিচয় বহন করে। অন্যদিকে এর বিপরীত বিষয়গুলো জীবনের ত্রুটির সাক্ষ্য বহন করে। অতএব কাপুরুষের তুলনায় সাহসী ব্যক্তির জীবন অধিক পরিপূর্ণ। কঞ্জুস ব্যক্তির তুলনায় উদার ব্যক্তির জীবন অধিক পরিপূর্ণ। একগুঁয়ে ও বেকুব ব্যক্তির তুলনায় জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জীবন অধিক পরিপূর্ণ। আর তাই প্রশংসনীয় এই গুণের অধিকারী নবীগণের জীবন সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ছিল। তাদের এই জীবনীশক্তি দেহকে মাটির সাথে মিশে যাওয়া হতে বিরত রেখেছে। তদ্রূপ তাদের অনুসারীদের ভেতর যারা অগ্রগামী, তাদের সাথেও অনুরূপ ঘটে চলছে।' [৪]

হায়ার পারিভাষিক অর্থ

ইসলামি পরিভাষায় হায়া অর্থ পরিবর্তন ও বিনম্রতার অনুভূতি, যা ব্যক্তির মনে নিন্দা ও তিরস্কারের ভয় সৃষ্টি করে। [৫]

বলা হয়, হায়া এমন এক আখলাক, যা নিকৃষ্ট কথা ও কাজ হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের মধ্যকার হক নষ্ট করতে বাধা প্রদান করে।

কেউ বলেন, হায়া হচ্ছে নিন্দার ভয়ে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকা। কারও মতে, তিরস্কারের ভয়ে কোনো কিছু করতে গিয়ে অন্তরে কুণ্ঠাবোধ হওয়াই হায়া।[৬]

ইবনু মাস্কায়াহ (রহ.) বলেন,

> 'খারাপি থেকে বেঁচে থাকতে নফসকে বন্দী করার নামই হায়া। সাথে যৌক্তিক নিন্দা ও ভর্ৎসনার ভয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।'
>
> বর্ণিত আছে, হায়া নফসের একটি সুদৃঢ় স্বভাব, যা ব্যক্তিকে অন্যের হক্ব আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং রূঢ় স্বভাব প্রদর্শন হতে বিরত রাখে।' [৭]

৪. তাহযীব মাদারিজিস-সালিকীন (২/৯৪৮)
৫. ইবনু হাজার, ফাতহুল-বারি (১/৫২)
৬. আত-তাওফীক আলা মুহিম্মাতিল-তায়ারীফ, পৃ. ১৫০
৭. দালীলুল ফালিহীন, (৩/১৫৮)

আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেন,

> ‘তা হলো কোনো কিছুর ব্যাপারে নফসকে সংযত রাখা। তিরস্কারের ভয়ে তা পরিত্যাগ করা।’ [৮]

প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ আবু উসমান জাহিয বলেন,

> ‘হায়ার সম্পর্ক সম্মান-সম্ভ্রমের সাথে। এর মানে হলো, কোনো কিছুর প্রতি লজ্জাবোধের কারণে দৃষ্টি অবনত রাখা এবং কথা বলতে অস্বীকৃতি জানানো। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি অক্ষমতা ও দুর্বলতার বিষয়ে পরিণত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসনীয় আখলাক হিসেবে গণ্য হবে।’ [৯]

যুন-নূন আল-মিসরি (রহ.) বলেন,

> ‘রবের সম্মুখের অন্যায় কিছু করার দরুন অন্তরে ভয় ও বিষাদ অনুভব করার নাম হায়া। মূলত ভালোবাসা উদ্বুদ্ধ করে কথা বলতে, লজ্জা নীরব রাখে, আর ভয় অস্থির করে তোলে।’[১০]

এ ছাড়া বর্ণিত আছে,

> ‘হায়া ব্যক্তির ভেতরটা গলিয়ে দেয়। কারণ, সে জানে মাওলা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।’

হায়ার বাস্তবতা

হায়া এমন একটি স্বভাবগুণ, যা মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করা এবং নিজেদের মধ্যকার হক্ব নষ্ট করা হতে বাধা দেয়। প্রবৃত্তির ঘৃণ্য চাহিদা থেকে বিরত রাখতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা মানুষের জন্য হায়া অবধারিত করে দিয়েছেন। যেন তারা পশুর স্তরে নেমে না যায়, লজ্জা না থাকার দরুন যেখানে খুশি ঝাঁপিয়ে না পড়ে।

পাপে জড়িয়ে যাওয়া ও লজ্জাহীনতা—পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অন্যটির উপস্থিতি সুদৃঢ় করে। কবি বলেন,

---

৮. আত-তায়ারীফ, পৃ. ৯৪
৯. তাহযীবুল-আখলাক লিজাহিয, পৃ. ২৩
১০. মাদারিজুস-সালিকীন, (২/২৭০)

যুবককে যখন নির্লজ্জতা গ্রাস করে, সে হয়ে পড়ে লাগামছাড়া;
না কোনো চিকিৎসায় সে উপকার পায়; না কোনো ওষুধে পায় উপশম।
কত পাপ আছে—যা করতে গেলে বাধ সাধে লজ্জা;
অতএব লজ্জাই শেষ শিফা; লজ্জাই শেষ পথ্য।

আল্লাহ বলেন,

وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ

'আর তাকওয়ার পোশাক সর্বোত্তম পোশাক।'[১১]

মা'বাদ আল-জুহনী (রহ.) বলেন, 'তাকওয়ার পোশাক হলো হায়া।'[১২]

বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রহ.)। তিনি বলেন,

> 'তাকওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হায়া। বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় করে না, যতক্ষণ না সে হায়া নামক স্বভাবগুণের অধিকারী হচ্ছে। এমন কোনো নেককার মুত্তাকী বান্দা কি আছে, যে হায়া ব্যতিরেকে তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছে?'[১৩]

আল-ওয়াসিতি (রহ.) বলেন,

> 'যে ব্যক্তি ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কিংবা কোনো চুক্তির খেলাপ করে, বুঝতে হবে তার মনে হায়া-লজ্জা কোনো আঁচড় কাটতে পারেনি।'

কবি বলেন,

প্রবৃত্তি যদি ডাকে আমায় অশ্লীলতার দিকে,
লজ্জা আর সম্ভ্রম দাঁড়ায় পাঁচিল হয়ে।
না বাড়ালো আমার হাত নিষিদ্ধ জিনিসে,
না আগালো আমার পা সন্দেহের পথে।

---

১১. সূরা আরাফ (৭ :২৬)
১২. তাফসীরে কুরতুবী, (৮/১৭৫)
১৩. আল-মান্নাউই, ফাইযুল-কাদীর (১/৬২৩)

আবু উক্কবাহ আল-জাররাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাকামী (রহ.) বলেন,

> ‘আমি লজ্জার কারণে চল্লিশ বছর পাপ থেকে বিরত থেকেছি। এরপর দেখা পেয়েছি পরহেজগারির।’[১৪]

একবার এক গুণী ব্যক্তি বলেন,

> ‘লজ্জা-সম্মান বজায় রাখো। কারণ, তোমার লজ্জা যদি তোমাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে নীচ ও ঘৃণ্য বিষয় থেকে বেঁচে যাবে। আর তোমার সম্মানবোধ যদি সীমা অতিক্রমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে তোমার মর্তবা কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।’

হায়া ও বিব্রতবোধের মাঝে পার্থক্য

অত্যধিক হায়ার ফলে যে হতবুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, তাকে বলে বিব্রতবোধ। নারী-শিশুদের জন্য এটি প্রশংসনীয়।[১৫] অন্য দিকে লোকমুখে প্রচলিত আছে, পুরুষদের জন্য এটি নিন্দনীয়। তবে নির্লজ্জতা সবার কাছেই নিকৃষ্ট বিষয়। কারণ, এটা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের স্তর থেকে নিচে নামিয়ে দেবার সদৃশ। নির্লজ্জতা নফসকে কুৎসিত বিষয়ের দিকে ঠেলে দেয় এবং বেহায়াপনার ব্যাপারে সংবেদনহীন করে তোলে। ফলে বেহায়াপনার সংস্পর্শে এলে ব্যক্তির ভেতর খারাপ অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

মালিক বিন দীনার (রহ.) বলতেন,

> ‘আল্লাহ তাআলা কোনো অন্তরকে কঠিন শাস্তি দিতে চাইলে তার লজ্জা উঠিয়ে নেন।’

সুলাইমান (রহ.) বলেন,

> ‘আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চান, তাদের লজ্জা উঠিয়ে নেন। আর যার লজ্জা হারিয়ে যায়, তার মাঝে তুমি ঘৃণিত ও জঘন্য বিষয় ছাড়া কিছুই পাবে না।’[১৬]

---

১৪. সিয়ার আ’লামিল আন-নুবালা’ (৫/১৮৯, ১৯০)

১৫. তবে এটা সব ক্ষেত্রে নয়। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা আসবে।

১৬. মাকারিম আল-আখলাক, (পৃ. ৮৯) ইমাম ইবনু আবিদ-দুনইয়া রহ.

হায়া : শিশুর আভিজাত্যের পরিচায়ক

শায়খ আবু হামিদ আল-গাযালী (রহ.) লিখেছেন :

> 'মুরাকাবা[১৭] তথা আত্মপ্রহরার প্রথম ফায়দা হচ্ছে তা হায়া সৃষ্টি করে। শিশু যখন শালীন হয়, লজ্জাশীল হয়, তার জন্য কিছু কাজে অংশগ্রহণ করা কঠিন ঠেকে। আর এটি তার বুদ্ধিদীপ্তিরই খানিক বিচ্ছুরণ। এর ফলে সে কিছু বিষয়কে মন্দজ্ঞান করে এবং কিছু বিষয়ে এর উল্টোটা অনুভব করে। কিছু বিষয়ে সে লজ্জা পায়, আবার কিছু বিষয়ে কোনো লজ্জাই অনুভব করে না। আল্লাহর তরফ থেকে তার জন্য এটি পুরস্কার। সেই সাথে তার জন্য সুসংবাদ—তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, সে উৎকৃষ্ট গুণ ও পবিত্র অন্তরের অধিকারী হবে। যৌবনকালে সে হবে স্বচ্ছ মনের মানুষ। কাজেই লজ্জাশীল শিশুদের উপেক্ষা করা অনুচিত, সে বরং আমাদের সাহায্য পাবার দাবি রাখে; যাতে করে এই হায়া তার চরিত্রকে করে আরও সুন্দর, আরও অনন্য।'[১৮]

ইবনু মাস্কায়াহ (রহ.) বলেন :

> 'তুমি যদি কোনো লাজুক শিশুর দেখা পাও, খেয়াল করলে দেখবে সে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। চেহারায় নির্লজ্জতার ছাপ নেই। সে তোমার দিকে হিংস্র চোখে তাকাবে না। অন্য সবার চেয়ে আলাদা হবে এবং এটাই তার প্রথম নিদর্শন। সে এমন একটি নফসের অধিকারী, যে সুন্দর ও নিকৃষ্ট বিষয়ের মাঝে পার্থক্য খুব ভালো বোঝে।'[১৯]

আমর ইবনু উতবাহ (রহ.) বলেন,

> 'আমি যখন পনেরো বছর বয়সে পদার্পণ করলাম, আমার বাবা আমাকে বললেন, "বাবা, তুমি তোমার বয়ঃসন্ধিকাল এখন অতিক্রম করে ফেলেছ। কাজেই হায়ার সাথে নিজেকে শক্তভাবে বেঁধে নাও এবং নিজেকে এর সাথে জুড়ে রাখো, ছেড়ো না। নচেৎ তুমি এই গুণ খুইয়ে ফেলবে।'

---

১৭. মুরাকাবাহ : আল্লাহর দৃষ্টির ব্যাপারে সচেতন থাকা, তাঁকে নিয়ে চিন্তা করা, তাঁর উপস্থিতি মনে জাগরূক রাখা—অনুবাদক।

১৮. ইহইয়া উলুমুদ্দীন, (৩/৭২)

১৯. তাহজীবুল-আখলাক্ব (পৃ. ৪৮)

স্বভাবজাত হায়া ও অধিকৃত হায়া

• স্বভাবজাত হায়া

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে লজ্জাশীল। এই পুরস্কার প্রকৃতিগতভাবেই পেয়ে থাকে। জন্মের শুরুতে বোঝা না গেলেও সময়ের পরিক্রমায় এটি রপ্ত হয়ে যায়।

স্বভাবজাত হায়ার একটি উদাহরণ হলো, মানুষ নগ্নতার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে; আদম ও হাওয়া (আ.)-এর হায়া এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ফলে তাদের লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল। তখন তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ তাআলা এই ঘটনার বিবরণ কুরআনে এভাবে দিয়েছেন :

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾

'তারপর তারা দুজনে তা থেকে খেলো। তখন উভয়ের সতর তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল। (এভাবে) আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হলো।'[২০]

হাসান বাসরি (রহ.) বলেন, উবাঈ ইবনু কা'ব (রাযি.) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন :

> 'আদম (আ.) লম্বা মানুষ ছিলেন, যেন সুউচ্চ খেজুর গাছ। তার কেশ ছিল মাথাভর্তি। যখন ওই (ফল খাওয়ার) ঘটনা ঘটল, তাঁর লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে গেল। ইতিপূর্বে তা তিনি কখনো দেখেননি। এ জন্য তিনি ভয়ে দৌড়াতে থাকলেন।
>
> পরক্ষণেই জান্নাতের একটি গাছ তাঁর মাথা ধরে বসে। তিনি বলেন, "আমাকে ছাড়ো!" গাছটি বলে, "না, তোমাকে ছাড়ব না।"
>
> তখন তার রব তাকে ডেকে বলেন, "আদম, তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছো?"

২০. সূরা ত্বহা (২০ : ১২১)

> আদম বলেন, "রব আমার, আমি যে তোমার সামনে এ অবস্থায় দাঁড়াতে লজ্জা পাচ্ছি।"
>
> আমাদের রব বলেন, "নিশ্চয়ই মুমিন পাপে লিপ্ত হলে তার রব আযযা ওয়া জাল্লা-কে লজ্জা করে। এরপর তাঁরই অনুগ্রহে সে জানতে পারে কীভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাবে। জানতে পারে, মুক্তি হচ্ছে ক্ষমা চাওয়ার মাঝে এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার নিকট ফিরে যাওয়ার মাঝে।"[২১]

• অধিকৃত হায়া

মারেফাতুল্লাহ তথা আল্লাহকে জানা, তিনি বান্দাদের অত্যন্ত কাছেই আছেন, তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন—এই বোধের মাধ্যমে অধিকৃত হায়া অর্জন করা যায়। বান্দাদের গোপন চাহনি তিনি দেখেন, অন্তরের লুক্কায়িত প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি জানেন—এমন বোধ জাগ্রত করার দ্বারা এটি সম্ভব। এই হায়া দাঁড়িয়ে আছে মূলত ঈমানের ওপর। ঈমানদাররা তাদের রবের ভয়ে অবাধ্যতা হতে দূরে থাকে। তবে এটি পরিচর্যা করলে স্বভাবজাত হায়ায় পরিণত করা সম্ভব।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর দুই ধরনের হায়াই ছিল। তাঁর স্বভাবজাত হায়া সতী নারী—যারা নিজেকে আপন ঘরে লুকিয়ে রাখে—তাদেরও হার মানায়। আর তাঁর অধিকৃত হায়া ছিল সর্বোচ্চ স্তরের।[২২]

আল-মান্নাউই (রহ.) বলেন,

> 'হায়া দুই প্রকার। প্রথমত প্রাকৃতিক হায়া। এটি আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানব-অন্তরে পুরে দিয়েছেন। লজ্জাস্থান উন্মুক করার সময় হায়া, প্রকাশ্যে যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে হায়া—এগুলো প্রাকৃতিক হায়ার উদাহরণ। দ্বিতীয় প্রকারের হায়া হলো, ঈমাননির্ভর হায়া, যা আল্লাহর প্রতি ভয় থেকে জাগ্রত হয়। ফলে মুসলিমরা হারাম থেকে বিরত থাকে।'[২৩]

আরবদের দৃষ্টিতে হায়া উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক

---

২১. ইমাম আহমাদ, আয-যুহুদ (পৃ. ৪৮) মুরসাল সূত্র : কারণ, হাসান রহ. উবাঈ রাযি.-এর সাক্ষাৎ পাননি। তবে আল-হাকিম রহ. একে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২২. ইবনু হাজার রহ., ফাতহুল বারী, (১০ : ৫২২-৫২৩)

২৩. আল-মান্নাউই, আত-তাওফীক আলা মুহিম্মাতিত-তা'আরীফ (১৫০)

'আল-লামআত' গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'চরিত্রের মানদণ্ডে আরবরা ছিল সেরা জাতি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাদের কুফরির কারণে তারা এ থেকে দূরে সরে পড়ে এবং এর সাথে জাহিলিয়াতের রীতি-রেওয়াজের সংমিশ্রণ ঘটায়। এ জন্য পরবর্তী সময়ে নবীজি (ﷺ)-কে পাঠানো হয় তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য।' [২৪]

হায়া আরবদের জন্য গর্বের বিষয় ছিল। আশ-শানফারা এমন এক প্রগাঢ় হায়ার অধিকারিণী আরব নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

'তাকে দেখে মনে হয়,
যেন জমিনে কিছু আছে,
আর তা সে খুঁজে ফিরছে।
আর যখন কথা বলতে চায়,
বক্রতা তাকে পেয়ে বসে।'

অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন, নারীটি তার মস্তক সর্বক্ষণ অবনত করে রাখে; যেন জমিনে কিছু রয়েছে এবং সে তা নতজানু হয়ে খুঁজছে। আর যখনই কথা বলতে চায়, তাকে জড়তা পেয়ে বসে। মূলত লজ্জাই এসব করতে তাকে বাধা দেয়।

জাহিলি যুগের আরব কবি আন-নাবিঘাহ তার এক কবিতায় আল-হিরাহ-এর রাজা আন-নু'মান বিন আল-মুনযিরের স্ত্রীর হায়ার বর্ণনা দিয়েছেন। একবার এক মজলিসে তার মুখের কাপড় অর্থাৎ নিকাব খুলে গিয়েছিল। সে তখন অতি দ্রুত এক হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলেন এবং নিচু হয়ে আরেক হাত দিয়ে কাপড়টি উঠিয়ে নেন। এই দৃশ্য কবি আন-নাবিঘাহ তার কবিতায় এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

কাপড় পড়ে গেল, যদিও সে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলেনি,
উঠিয়ে নিল নিজ হাতে এবং বাঁচাল নিজেকেই।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত,

> আবু সুফিয়ান ইবনু হারব তাকে বলেছেন, একবার রাজা হিরাক্লিয়াস লোক পাঠালেন তাঁর কাছে। তিনি তখন সিরিয়ায় কুরাইশদের এক কাফেলায়

২৪. আল-জীলানি, ফাদ্বলুল্লাহ আস-সামাদ (১ : ৩৭০)

ব্যবসায়িক সফরে ছিলেন। সে সময় আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ ছিলেন আল্লাহর রসূল (ﷺ)। তো আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীসাথিদের নিয়ে হিরাক্লিয়াসের নিকট যান। রাজা হিরাক্লিয়াস দোভাষীকে সামনে রেখে জিজ্ঞেস করেন, 'ওই যে ব্যক্তিটি, নিজেকে যে নবী বলে দাবি করে—তোমাদের ভেতর কে তার বংশের দিক হতে সবচেয়ে কাছের আত্মীয়?' আবু সুফিয়ান বলেন, 'বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়।' হিরাক্লিয়াস সেনাদের নির্দেশ দিলেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো এবং তাঁর সাথিদের তার পেছনে বসিয়ে দাও।'

এরপর দোভাষীকে বলেন, 'তাদের বলে দাও, আমি এই লোককে ওই ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করব। সে যদি আমাকে মিথ্যা কিছু বলে, তারা যেন সাথে সাথে তাকে মিথ্যুক বলে।' আবু সুফিয়ান (ঘটনাটি বর্ণনা করার সময়) বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার ভেতর যদি এই লজ্জা না থাকত, তাদের স্মরণে থেকে যাবে, আমি একটা মিথ্যা বলেছিলাম, তাহলে অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।...'[২৫]

হাফিয ইবনু হাজার (রহ.) বলেন, 'তিনি বলেছেন "তাদের স্মরণে থেকে যাবে..", বলেননি "তারা আমাকে একজন মিথ্যাবাদী বলবে"; এ থেকে প্রমাণিত হয়, যদিও তারা নবীজির ঘোর শত্রু ছিল, তদুপরি লজ্জার কারণে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এখানে আত্মসম্মান ও ভয় কাজ করেছে, ফিরে যাওয়ার পর লোকমুখে ছড়িয়ে পড়বে আবু সুফিয়ান এই মিথ্যা বলেছে। ফলে যারাই শুনবে, তারাই তাকে মিথ্যাবাদী জানবে। ইবনু ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনাতেও ঘটনাটি এসেছে। তিনি লিখেছেন :

"(আবু সুফিয়ান বলেন) আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বললেও তারা কোনো আওয়াজ তুলত না। কিন্তু আমি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আমার মান-সম্মান আছে। মিথ্যা আমাকে মানায় না। তাই আমি সবচেয়ে স্থূল ঝুঁকিটাও বুঝতে পারলাম। সেদিন যদি মিথ্যা বলতাম, তা হলে তারা স্মরণ রাখত এবং পরে বলে বেড়াত। এ জন্য তাঁর ব্যাপারে কোনো মিথ্যা রটাইনি।'[২৬]

হুনাইন যুদ্ধের পরের কথা। নবীজি (ﷺ) আওতাহ এলাকায় আবু আমির (রাযি.)-কে দায়িত্ব দিয়ে একদল সেনা পাঠালেন। আবু মূসা আল-আশআরি (রাযি.) বলেন,

২৫. সহীহ বুখারী (৫১, ২৬৮১, ৭৫৪১ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনী, ৬, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ৬)
২৬. ফাতহুল বারী (৩০/১)

‘আবু আমিরের সাথে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। আবু আমির তখন আহত অবস্থায়। বনু জু’শাম গোত্রের এক লোক তির ছুড়ে মেরেছে তাঁর হাঁটুতে। জিজ্ঞেস করলাম, “চাচা, আপনার পায়ে কে তির মেরেছে?”

আবু আমির (রাযি.) লোকটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ওই যে দেখছ, ওই লোকটাই আমাকে তির মেরেছে। আসলে সে আমাকে মেরেই ফেলেছে।”

আমি তার পিছু নিলাম। যে করেই হোক হত্যা করব। কিন্তু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আমাকে দেখে পালাতে লাগল। আমিও তার পিছু ছুটলাম এবং বলতে থাকলাম, “তোমার কি লজ্জা হয় না, তুমি আমার থেকে দৌড়াচ্ছ?! তুমি কি আরব নও?! সাহস থাকলে দাঁড়াও, আমার সাথে লড়ো!”

সে তখন থেমে গেল। আমরা মুখোমুখি দাঁড়ালাম এবং আমাদের মধ্যে হাতাহাতি চলল। একপর্যায়ে আমার তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করি এবং ওখানেই খতম করে দিই।”[২৭]

ইসলামে হায়া

ইসলামে হায়ার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। এ ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহ দেয়। আল-কুরআনুল কারিম ও পবিত্র সুন্নাহয় হায়া-অধিকারী ব্যক্তিদের তারিফ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দুজন নারীর হায়া নিয়ে কুরআনের একটি চমকপ্রদ কাহিনি উল্লেখ করা যায়। তারা দুজন ছিলেন শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা। সম্মানিত পরিবারে তাদের জন্ম। পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ইত্যাদি সব উত্তম পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-এর ঘটনায় তাদের কথা উল্লেখ করেছেন :

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا
لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ
إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى

২৭. বুখারী (৪৩২৩), মুসলিম (২৪৯৮)

سْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٢٥﴾

'আর যখন তিনি মাদয়ানের কূপের কাছে পৌঁছুলেন, দেখলেন একদল লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে, আর তাদের পেছনে দুজন নারী তাদের পশুদের আগলে রাখছে। মূসা বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুদের নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা খুব বৃদ্ধ। মূসা তখন তাদের হয়ে পশুদের পান করালেন। এরপর তিনি ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললেন, রব আমার, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন, আমি তার কাঙ্গাল। নারী দুজনের ভেতর তখন একজন লাজুক পায়ে তার কাছে এসে বলল, আমাদের পশুদের পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেবার জন্য আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মূসা তখন তার নিকট গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, ভয় কোরো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ।' (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৩-২৫)

কতটা নিষ্কলুষ চরিত্র এবং হায়ার অধিকারী ছিলেন মূসা (আ.), এই আয়াতগুলো তারই প্রমাণ। শুয়াইব (আ.)-এর মেয়েদের সাথে হওয়া নিম্নোক্ত কথোপকথন থেকেই এটি বোঝা যায়, তিনি খুব সাদামনে প্রশ্ন করেছিলেন,

مَا خَطْبُكُمَا..

'তোমাদের ব্যাপার কী?' (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৩)

অতিরিক্ত কিছু যোগ করেননি। জানতে চাননি, তোমাদের নাম কী অথবা তোমাদের বাবা কে, ভেড়াপাল তোমাদের বাবার একার নাকি অন্যদেরও অংশীদার রয়েছে, কিংবা তোমরা দুজন কি বিবাহিত; মোদ্দাকথা আজকাল মানুষ প্রগতিশীলতা, শিক্ষাদীক্ষা আর সামাজিকতার দোহাই দিয়ে যেসব প্রশ্ন করে, এ রকম কিছুই তিনি জিজ্ঞেস করেননি।

অনুরূপভাবে শুয়াইব (আ.)-এর কন্যাদ্বয়ের উত্তরও ছিল সোজাসাপ্টা। উত্তরটি সন্তোষজনক ও সংক্ষিপ্ত ছিল। ফলে কোনো পক্ষের কথা দীর্ঘ হয়নি।

ۖ

...لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ...

'আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুদের নিয়ে সরে যায়।' (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৩)

তারা কথার মাঝে পর্দা টেনে দিয়েছিল। এ জন্য তাদের কেউ জানতে চায়নি, মূসা (আ.)-এর নাম কী, তিনি কোথা থেকে এসেছেন কিংবা বিবাহিত কি না। পরবর্তী সময়ে তাদের একজন পুনরায় এলে সেও খুব সাধারণভাবে বলে,

... إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا...

'..আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেবার জন্য।' (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৫)

অত্যন্ত লাজুক পায়ে হেঁটে আসছিল সে। একজন নেককার নারী যে হায়া নিয়ে হাঁটে আরকি। নবী-ঘরের মেয়ে বলে কথা। নববী শিক্ষায় বেড়ে উঠেছে এবং রপ্ত করেছে পবিত্র ও উত্তম-সব গুণাবলি। ঠিক এ জন্যই পবিত্র কুরআন তার হাঁটার প্রকৃতি বর্ণনা করেছে :

...فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

'তখন নারী দুজনের একজন লাজুক পায়ে তার কাছে এল...'

অর্থাৎ হায়া যেন একটি গালিচা আর সে এই গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছে।[২৮]

উমার (রাযি.) এই বিষয়ে বলেন,

> 'সে বেহায়া, গোঁয়ার কিসিমের মেয়ে ছিল না, যে কিনা সময়ে-অসময়ে ঘর থেকে বের হয়; বরং সে বের হয়েছিল পর্দাবৃত হয়ে, মুখের ওপর ওড়না রেখে। আর এটা ছিল তার লজ্জার কারণেই।'[২৯]

ভিন্ন এক বর্ণনায় এসেছে, উমার বলেন,

> 'সে বের হয়েছিল হায়া নিয়ে এবং চেহারার ওপর কাপড় দিয়ে। উদ্ধত ও

২৮. আয-যা'বালাউই, আল-উলূমাহ ফিল-কুরআন (৯২-৯৩)

২৯. আল-ফিরইয়াবি, ইবনু আবি শায়বাহ, আব্দ ইবনু হুমাইদ, ইবনু আল-মুনযির, ইবনু আবি হাতিম, আল-হাকিমসহ অনেকেই উল্লেখ করেছেন (দেখুন, ইবনু আবি শায়বাহ, আল-মূসান্নাফ)। আল-হাকিম রহ. বলেন, এটি উমার (রাযি.) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত (দেখুন আদ-দার্ আল-মানছূর, ৫ : ১২৪; ইমাম আস-সুয়ূতি)।